বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

১। বিচারপতি মো. নিজামূল হক নাসিম চেয়ারম্যান

২। ইকবাল সোবহান চৌধুরী, সদস্য

৩। সেবীকা রাণী, সদস্য

মামলা নং ১১/২০২২

জনাব গৌতম সাহা।

বাদী

বনাম

জনাব আবু সাইদ মাসুদ

বিবাদী

এবং

জনাব গৌতম সাহা স্বয়ং

বাদীপক্ষে

বনাম

জনাব আবু সাইদ মাসুদ স্বয়ং

বিবাদীপক্ষে

রায়ের তারিখঃ /১০/২০২২

রা য়

অত্র মামলাটি বাদী দ্বারা দায়েরকৃত বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল মামলা নং ১১/২০২২ যা বিবাদীর বিপক্ষে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আইনের ১২ ধারা অনুযায়ী দায়েরকৃত একটি মামলা। এই মামলায় বাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে, বিবাদী আবু সাইদ মাসুদ দৈনিক সোজা সাপ্টা পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক। ঐ পতিকায় ২০/০১/২০২২ তারিখে "সাংবাদিক গৌতম সাহার বিরুদ্ধে চাদাবাজির অভিযোগ" শিরোনামে সাংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে তাহাকে জনসম্মুখে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন ও ব্লাকমেইল করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। তিনি একজন সনাতন ধর্মের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান এবং দীর্ঘদিন যাবত সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত থাকিয়া অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি দীপ্ত টিভির নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে আসছেন। একই সঙ্গে কোভিড-১৯ সময়কালে নিষ্ঠার সাথে ফ্রন্ট লাইনে কাজ করেছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, গত ০৪/০১/২০২২ তারিখে দীপ্ত টিভির প্রতিনিধি সম্মেলনে বর্ষসেরা ২০২১ নির্বাচিত হয়ে সম্মাননা গ্রহণ করেন। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয় তার বিরুদ্ধে নাকি এক ব্যবসায়ী চাদাবাজির অভিযোগ

করেছেন এবং চাদা না দিলে মিডিয়ার মাধ্যমে তাকে অপদস্থ করা হবে বলে তিনি হুমকি দেন। উক্ত অভিযোগকারী আমিনুল ইসলাম লিপু নাকি জানান যে, ১২/০১/২০২২ তারিখে তার গোডাউনে আগুন লাগে, এমনকি আগুনে তার ঘরটিও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ইহার জেরে সাংবাদিক গৌতম সাহা নাকি তার কাছে ০১ (এক) লক্ষ টাকা চাদা দাবি করে কারন তার ঘরে নাকি ১ লক্ষ টাকা ছিল এবং আগুনের পরে তা তিনি পাচ্ছেন না তাই তাকে টাকা না দিলে সব জায়গায় তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে মিডিয়ার মাধ্যমে অপদস্থ করবেন। ওই রিপোর্টে আরো বলা হয় যে, গৌতম সাহার চাচা খোকন সাহা তাকে জানান যে, তার বাবা মাকেও তার সাথে রাখেনা। তারা এখানে থাকে এবং কেউ এখানে আসলেই সে অশ্লিল ভাষায় গালাগালি করে এবং তাদের আত্মীয় হয়েও তার স্বভাবের কারনে তাহারা তার পরিচয় দেন না। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে, তার বিরুদ্ধে এমন আরো অনেক চাদাবাজির অভিযোগ রয়েছে। নিজের সাংবাদিক পরিচয় ব্যবহার করে এমন আরো লোকের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন তিনি। তারা আরো জানান যে, গৌতম এসে বলে তাকে এক লক্ষ টাকা চাদা না দিলে মিডিয়ার সাহায্যে ছড়িয়ে দিবে যে, তিনি তার বাড়িতে আগুন লাগাতে এসেছেন। সেই সময়ে নাকি গৌতম সাহার পিসি জানান তার বাবা মার কাছে বা তাদের কাছে কোনো আত্মীয় আসলে গৌতম তাদের অকথ্য ভাষায় গালিগলাজ করেন। এইসব বিষয়ে ভুক্তভোগী আমিনুল ইসলাম লিপু জানান তিনি তার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করতে গেছেন এবং সাংবাদিক পরিচয় ব্যবহার করে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করেছেন। এই রিপোর্টটি প্রকাশ হওয়ার পরে বাদী এর বিরুদ্ধে দৈনিক সোজা সাপ্টা পত্রিকায় প্রতিবাদ পাঠান। সেখানে তিনি বলেন যে, প্রকাশিত রিপোর্টটি সম্পূর্ণ ভুয়া বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। দীর্ঘদিন যাবত তিনি সততার সাথে সাংবাদিকতা দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তার বিরুদ্ধে কোনো থানায় কিংবা কোনো ব্যক্তির নিকট চাদাবাজির কোনো অভিযোগ অতীতেও ছিলনা বর্তমানেও নেই। প্রকৃত ঘটনা হলো ১২/০১/২০২২ সকালে কাচারী গল্লি নিবাসী আমিনুল ইসলাম লিপুর অস্থায়ী ককশিটের গোডাউনের আগুন থেকে তার বাড়ি আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং তার ঘর থেকে মোবাইল ও জিনিসপত্র চুরি হয়। পেশাগত দায়িত্ব হিসেবে তিনি এই সংবাদটি প্রকাশ করেন এবং ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ঘটনার প্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি তিনি সদর মডেল থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ করে আইনগত অবগত করেন। এ ব্যপারে পুলিশ তদন্তে আসলে আমিনুল ইসলাম লিপু তাকে প্রাণনাশের হুমকি ধমকি দেন এবং শারিরিকভাবে লাঞ্চিত করেন পরে ২০ জানুয়ারি ২০২২ লিপু তিনি ও তার মা বাবকে জড়িয়ে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য দিয়ে স্থানীয় গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ করে। এতে তিনি ও তার পরিবারের সদস্য সামাজিক, মানসিক ও কর্মক্ষেত্রে হেয় প্রতিপন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে আমিনুল ইসলাম লিপু বিপুল মাদকসহ গ্রেফতারকৃত আসামী। তার বিরুদ্ধে এ ধরনের অনেক অভিযোগ বিদ্যমান। সংবাদপত্রটি কোনো প্রকার যাচাই বাছাই না করে প্রকাশ করেছেন, আত্মপক্ষ সমর্থনের বা বক্তব্য প্রকাশের কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি। যা কিনা সংবাদ প্রকাশনা আইন পরিপন্থী। তিনি আমিনুল ইসলাম লিপুর কাছ থেকে কোনো দিন কোনো চাদা দাবি করেন নাই । তার চাচা খোকন সাহা সম্পর্কে তিনি বলেন যে

এই নামে তার কোনো চাচাই নেই। বরং তার পিতা মাতা সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দেওয়া হয়েছে। তিনি তার পিতা মাতার বাধ্যগত সন্তান, তিনি তাদের নিয়মিত দেখভাল করে থাকেন। প্রতিবেদনে প্রকাশিত তার বিরুদ্ধে আরো চাদাবাজির অভিযোগ রয়েছে এবং সাংবাদিক পরিচয়ে অন্যের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন তিনি ইহা সত্য নয়। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই ধরনের কর্মকান্ডে তিনি কোনোদিন জড়িত ছিলেন না। সাংবাদটিতে কারো নাম কিংবা তথ্য প্রমান উল্লেখ করা হয়নি। তাকে আত্মপক্ষ সমর্থন বা প্রতিবাদ করার সুযোগ দেওয়া হয়নি যা সাংবাদপত্র ও সাংবাদিকতাকে কলুষিত করেছে। সমস্ত ব্যপারটি গভীরভাবে অনুসন্ধান করা উচিত ছিল এবং সংবাদটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত মিথ্যা ও বানোয়াট এবং তাহাকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি এই সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান। সম্পাদক সাহেব এই প্রতিবাদটিও ছাপাননি তাতে অভিযোগের কারণ প্রশমিত না হয়ে বরং প্রকোপিত হয়েছ। তাই তিনি বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আইনের ১২ধারায় মামলাটি দায়ের করেন।

প্রতিপক্ষ আবু সাইদ মাসুদ এই মামলায় জবাব দাখিল করেন। সেখানে তিনি বলেন যে, ০২/০১/২০২২তারিখ ৯৮ সংখ্যায় ৪-এ-২ কলামে গৌতম সাহার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার আপত্তিকর, অসত্য, কাল্পনিক ও বানোয়াট তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। জনাব আমিনুল ইসলাম লিপু সাংবাদিক গৌতম সাহার বিরুদ্ধে মডেল থানায় বিগত ১৯/০১/২০২২ তারিখে দুপুর ২.৩০ ঘটিকায় কাচারী গল্লি রোডে মিতা ট্রেডার্সের সামনে প্রকাশ্যে ১ লক্ষ টাকা চাদা দাবি করার অভিযোগ করেন এবং জনাব আমিনুল ইসলাম লিপু এর কপি আমাদের কাছে সরবরাহ করেন। অভিযোগটি ক্রস চেক করে যাচাই বাছাই এর মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে সংবাদটি দৈনিক সোজা সাপ্টা পত্রিকার ৯৮ সংখ্যায় এবং প্রষ্ঠ ৪ কলাম ২ প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীতে সংবাদটি প্রকাশিত হওয়ার পর সাংবাদিক গৌতম সাহা গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মাধমে আমিনুল ইসলাম লিপুর সঙ্গে আপোষ করে নেন। এ ব্যপারে গৌতম সাহা কেনো আপত্তি কিংবা প্রতিবাদলিপি দৈনিক সোজা সাপ্টা পত্রিকার সম্পাদক বরাবর প্রেরণ করেন নাই। প্রতিবাদলিপি না পাঠিয়ে বাদী সরাসরি কোনো অভিযোগ করতে পারেন না। ফলে সাংবাদিক গৌতম সাহার অভিযোগটি সরাসরি ধারিজ। তিনি প্রতিবাদলিপি প্রেরণের যে প্রমাণ দাখিল করেছেন তা যোগাযোগী। যেহেতু দৈনিক সোজাসাপ্টা পত্রিকা সত্য ঘটনা ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে সমাজ, রাষ্ট্র ও মানুষের সেবায় নিয়োজিত ও নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। সেহেতু সাংবাদিক গৌতম সাহার অভিযোগটি মিথ্যা, অসত্য ও অন্যের প্ররোচনায় তাহাকে ও পত্রিকার সুনাম নষ্ট করার মানষে করা হয়েছে। তার অভিযোগটি সত্য ঘটনা আড়াল করার প্রয়াস মাত্র এবং মামলাটি বাতিলযোগ্য।

অত্র জবাব পাওয়ার পর বাদী এর প্রতিউত্তর দাখিল করেন। সেখানে তিনি বলেন যে, আবু সাইদ মাসুদ সাহেব জবাবে যে লিখিত বক্তব্য প্রদান করেছেন সেখানে তিনি সত্যকে আড়াল করার অপচেষ্টা করেছেন। সেখানে কোনো বৈধ দলিলপত্র দাখিল করা হয় নাই। তিনি জবাবে দাবি করেন যে, জনাব লিপু বিবাদীর বিরুদ্ধে সদর থানায় ১৯/০১/২০২২ তারিখে অভিযোগ দাখিল করেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেন যে, দুপুর ২.৩০ ঘটিকায় কাচারী গল্লিস্থ মিতা ট্রেডাসের সামনে নাকি তিনি আমিনুল ইসলাম লিপুর কাছে ১ লক্ষ টাকা চাদা দাবি করেন। যদিও ওই এলাকায় মিতা ট্রেডার্স নামে কোনো প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নেই। মুলকথা হলো ১২/০১/২০২২ তারিখ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় মাদক ব্যবসায়ী আমিনুল ইসলাম লিপু কাচারী গল্লি আবাসিক এলাকায় অবৈধভাবে গড়ে তোলা ককটেল এর কারখানায় আগুন লাগে। এতে তিনিসহ আরো আত্মীয়-স্বজনের অনেক ক্ষতি হয়। এ ব্যপারে ১৩/০১/২০২২ তারিখে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। তৎপর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘটনার সত্যতা খুজে পায়। অগ্নিকান্ডের ব্যাপার বিভিন্ন গণমাধ্যমে গুরুত্বের সাথে প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়। এতে মাদক ব্যবসায়ী লিপু ক্ষিপ্ত হয়ে ১৯/০১/২০২২ তারিখ বিকাল ০৩.০০ ঘটিকায় তাকে আটক করে মারধর ও প্রাণনাশের হুমকি দেয়। এ সময় এলাকাবাসী এসে তাকে উদ্ধার করে এ ঘটনা সম্পর্কে তিনি লিখিতভাবে থানায় জানান। এরপর পুলিশ ও মুরুব্বীদের সামনে লিপু তার কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চান। এলাকার মুরুব্বিদের অনুরোধে তিনি দায়েরকৃত অভিযোগ তুলে নেন। আবু সাইদ মাসুদ সাহেব আমিনুল ইমলাম লিপুর পক্ষ নিয়ে একপেশে সংবাদ প্রকাশ করেন সে একজন তালিকাভুক্ত মাদক ব্যবসায়ী ও হত্যা মামলার আসামী। বিগত ১০/১০/২০১৩ তারিখে নিতাইগঞ্জে বিপুল পরিমাণ মাদকসহ সে গ্রেফতার হয়। আমিনুল ইসলাম লিপুর বিরুদ্ধে বর্তমানেও এলাকার অপরাধমুলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ রয়েছে। জনাব আবু সাইদ মাসুদ আরো দাবি করেন যে, বাদী কোনো প্রতিবাদ সোজা সাপ্টা অফিসে পাঠায়নি। বাদী বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মাধ্যমে ১৬/০৪/২০২২ তারিখে এডি সংযুক্ত করে তার অফিসে প্রেরণ করেন। ডাক বিভাগের মাধ্যমে প্রতিবাদটির রিসিভ মামলার আবেদনের সাথে সংযুক্ত আছে। জনাব আবু সাইদ মাসুদ সাহেব তার জবাবে আরো উল্লেখ করেছেন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জেলা পর্যায়ে সংবাদকর্মীদের বিস্তর অভিযোগ রয়েছে যারা রয়েছেন সাংবাদিক সংগঠনের নিয়ন্ত্রনের বাইরে। অথচ তিনি ঢালাওভাবে কোনো অভিযোগ উপস্থাপন করতে পারেন না। তিনি প্রতিউত্তরে এও বলেন জনাব আবু সাইদ মাসুদ সাহেব হয়তো জানেন না যে বাদী নারায়ণঞ্জ টিভি এসোসিয়েশনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছেন এবং সংগঠনটি গঠনতান্ত্রিক ও নিয়মতন্ত্রের মধ্যে পরিচালিত হয়। সরকারের নিবন্ধনকারী সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে জেলাজুড়ে তার খ্যাতি আছে এখানে বিভ্রান্ত করার সুযোগ নেই। সবশেষে তিনি বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আইনে প্রতিকার পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন।

বাদী এবং বিবাদী নিজেরাই তাদের বক্তব্য পেশ করেন। বাদী তার বক্তব্যে বলেন যে, দৈনিক সোজা সাপ্টা পত্রিকার ২০ জানুয়ারি ২০২২ সংখ্যাটিতে সাংবাদিক গৌতম সাহার বিরুদ্ধে চাদাবাজির অভিযোগ শিরোনামে যে সংবাদটি প্রচার করা হয়েছে তাতে তথ্যসমূহ আপত্তিজনক, অসত্য, কাল্পনিক ও বানোয়াট। সাংবাদিক গৌতম সাহা সনাতন ধর্মের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান এবং দীর্ঘকাল যাবত সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি দীপ্ত টিভি এর নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি কোভিড-১৯ এর সময়ে তিনি ফ্রন্ট লাইনার হিসেবে কাজ করেন। দীপ্ত টিভির প্রতিনিধিদের মধ্যে তিনি বর্ষসেরা রিপোর্টার ২০২১ নির্বাচিত হন এবং সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন। যে মিথ্যা রিপোর্টটি প্রকাশ করা হয়েছে তাতে কোনো যাচাই বাছাই করা হয়নি। এমনকি তার আত্মপক্ষের সমর্থনে তাকে বক্তব্য পেশ করারও কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি। যা সংবাদ প্রকাশনা আইন পরিপন্থী। ১২/০১/২০২২ তারিখের আমিনুল ইসলাম লিপুর গোডাউনে আগুন সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ ১ লক্ষ টাকা দাবির কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তার বিরুদ্ধে কোথাও কোনো অভিযোগ অতীতেও ছিলনা বর্তমানেও নেই । তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই সম্পূর্ণ মনগড়াভাবে উক্ত মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করা হয়। সংবাদে খোকন সাহা নামে জনৈক ব্যক্তিকে গৌতম সাহার চাচা হিসেবে বলা হয়েছে কিন্তু তার কোনো চাচা/কাকা নেই। তার পিতা-মাতা সম্পর্কেও মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে যার কোনো ভিত্তি নেই। সে তার পিতা-মাতার অনুগত ও বাধ্যগত সন্তান হিসেবে নিয়মিত দেখাশুনা করেন। সংবাদটিতে কথিত স্থানীয়দের কাছ থেকে চাদাবাজির কথা শোনার ব্যপারটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি কোনো দিন এইসব কাজে জড়িত ছিলেন না। এই সংবাদ ছাপানোর পরে তিনি প্রতিবাদ পাঠিয়েছিলেন কিন্তু তা ছাপা হয়নি। যার ফলে অভিযোগের কারণ প্রশমিত না হয়ে প্রকোপিত হয়েছে। অতএব বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আইনের ১২ ধারা অনুযায়ী তিনি প্রতিকার পাওয়ার জন্য প্রার্থণা করেন।

এর জবাবে বিবাদী তার বক্তব্যে বলেন কথিত তারিখে দৈনিক সোজা সাপ্টা পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা ওই পত্রিকার নিজস্ব খবর নহে। আমিনুল ইসলাম লিপু বাদীর বিরুদ্ধে থানায় উপস্থিত হয়ে যে অভিযোগ দায়ের করেন তাই ২০/০১/২০২২ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। এবং আমিনুল ইসলাম লিপু সাহেব একটি কপি তাদেরকে সরবরাহ করেছেন। যেখানে দেখা যায় যে, আমিনুল ইসলাম লিপুর কাছ থেকে সাংবাদিক গৌতম সাহা এক লক্ষ টাকা চাদা দাবি করেছেন। কাজেই পত্রিকায় প্রকাশিত খবরটির দায়-দায়িত্ব জনাব আমিনুল ইসলাম লিপু সাহেবের পরবর্তীতে সাংবাদিক গৌতম সাহা গণমাধ্যম কর্মীদের মাধ্যমে আমিনুল ইসলাম লিপুর সাথে আপোষ করে নেন এবং কোনো প্রতিবাদলিপি দৈনিক সোজা সাপ্টা পত্রিকা বরাবর পাঠাননি। প্রতিবাদ না করে যে মামলাটি তিনি করেছেন তা বিধি বহির্ভুত, তাই মামলাটি খারিজযোগ্য। ডাক বিভাগের সহায়তায় তিনি যে

প্রতিবাদলিপি প্রেরণের প্রমাণ দাখিলের চেষ্টা করেছেন তা যোগসাজোস। আমাদের অফিসে এ ধরনের কোনো পত্র আসার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

দৈনিক সোজা সাপ্টা পত্রিকা সত্য ঘটনা ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে সমাজ রাষ্ট্র ও মানুষের সেবায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। অত্র অভিযোগটি সেই সুনাম নষ্ট করার মানসে করা হয়েছে। ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার জেলা পর্যায়ের সংবাদকর্মীদের নিয়ে রয়েছে বিস্তর অভিযোগ যারা সাংবাদিকদের সংগঠনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ফলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে, অত্র অভিযোগটি সত্য ঘটনাকে আড়াল করার অপপ্রয়াস মাত্র ফলে তাহা বাতিল যোগ্য। আমিনুল ইসলাম লিপু কর্তৃক দায়েরকৃত অভিযোগটির একটি কপি তিনি আদালতে পেশ করেন। যা তার বক্তব্যকে সমর্থন করে, ফলে মামলাটিতে বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদী কোনো রায় পেতে পারেন না।

উভয় পক্ষকে শুনিলাম এবং বক্তব্যসমূহ পর্যালোচনা করিলাম, বিবাদীপক্ষ তাদের পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি সম্পর্কে যা বলেছেন অর্থাৎ জনাব আমিনুল ইসলাম লিপু সাহেবের থানায় দায়ের করা অভিযোগের কপি পেয়ে তারা পত্রিকায় ছেপেছেন। কোর্টের কাছে জমা দেওয়া আমিনুল ইসলাম লিপু সাহেবের অভিযোগের কপিটি দেখলাম। ইহা একটি টাইপ করা কপি যার নিচে আমিনুল ইসলাম লিপু সাহেবের নিবেদক হিসেবে স্বাক্ষর আছে এবং তারিখ ১৯/০১/২০২২ লেখা আছে কিন্তু এখানে থানা কর্তৃপক্ষের কোনো সিল বা স্বাক্ষর নেই। ফলে ডকুমেন্টটি একটি টাইপ করা কপি হিসেবে গ্রহণ করা যায়, থানায় জমা দেওয়া হয়েছে একথা প্রমাণ করে না। এখানে যে কথাগুলো বলা হয়েছে, আমিনুল ইসলাম লিপু কর্তৃক লিখিত এই অভিযোগসমূহ পত্রিকায় ছাপানোর পূর্বে বাদীর সঙ্গে যাচাই করা হয়েছে এমন কোনো দাবি বিবাদীপক্ষ করেননি। ফলে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, কোনো যাচাই-বাছাই করা হয়নি। পত্রিকায় কোনো লোক সম্পর্কে কোনো খবর ছাপাতে হলে তার সঙ্গে যোগাযোগ করে যাচাই-বাছাই করা প্রয়োজন। এটা না করে এবং বাদী সম্পর্কে মানহানিকর কথা লিখে পত্রিকাটি বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আইন ভঙ্গ করেছে ফলে এর সম্পাদক (বর্তমান বিবাদী) দায় এড়াতে পারেনা। কোনো লিখিত বক্তব্য যদি সত্য ঘটনা নিয়েও লেখা হয় তবুও যার সম্পর্কে লেখা হয়েছে তার সাথে যোগাযোগ করে বক্তব্যসমূহ যাচাই করা অবশ্যই বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আইনে পত্রিকা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। পত্রিকার সম্পাদক বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আইনের ১২ ধারায় দোষী। অত্র লেখাটি ছাপানোর পরে বাদী পত্রিকার সম্পাদক অর্থাৎ বিবাদীর কাছে প্রতিবাদ পাঠিয়েছিল। যদিও সম্পাদক তা অস্বীকার করেছেন তিনি বলেছেন যে, কোনো প্রতিবাদ তার কাছে আসেনি। যদি নাও এসে থাকে কিন্তু মামলাটি দায়ের করার পরে তিনি জেনেছেন যে একটি প্রতিবাদ

পাঠানো হয়েছিলো, তিনি তার কপি নিয়ে প্রতিবাদটি যথাযথভাবে তার পত্রিকায় ছাপাতে পারতেন। তাও এখানে করা হয়নি। ফলে বাদী প্রতিবাদ পাঠিয়েছিলেন একথাটি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। যাইহোক সর্ববিষয়ে বিবেচনা করে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, বাদী তার মামলা প্রমাণ করতে সামর্থ্য হয়েছেন এবং বিবাদী কথিত খবরটি ছাপিয়ে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আইনের ১২ ধারায় অপরাধ সংগঠন করেছেন।

বাদীর অভিযোগ, প্রতিউত্তর এবং প্রতিপক্ষের জবাব এবং পক্ষগণের দাখিলী কাগজপত্র এবং তাদের বক্তব্য বিবেচনা করে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল বিচারিক কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, প্রতিপক্ষগণ যাচাইবিহীন, একতরফা ও ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার করে বাদীর মানহানি করেছেন যাতে তিনি সাংবাদিকদের অনুসরনীয় আচরণবিধি লংঘন করেছেন, জনগনের রুচির বিরদ্ধে অপরাধ করেছেন। যা পেশাগত অসদাচারণ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। আমরা সবাই একমত যে, দৈনিক সোজাসাপ্টা পত্রিকা সত্য ঘটনা ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে সমাজ, রাষ্ট্র ও মানুষের সেবায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে এই দাবিটি অন্ততপক্ষে বর্তমান লেখাটি সম্পর্কে গ্রহণ করা যায় না। বরং আমরা একমত যে, সাংবাদিক গৌতম সাহার সুনাম ও অবস্থান বিবেচনা করে তাকে জনসম্মুখে হেয় করার জন্য বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আইন না মেনে কাজটি করা হয়েছে। কাজেই দৈনিক সোজাসাপ্টা পত্রিকার সম্পাদক অর্থাৎ এই মামলার বিবাদী ভবিষ্যতে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা পালনের ব্যপারে সাবধানতা অবলম্বন করবেন এবং সঠিকভাবে তার দায়িত্ব পালন করবেন। তার বর্তমান লেখাটি ছাপানোর কাজটিকে গর্হিত আচরণ বলিয়া বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল বিচারিক কমিটি মনে করে তাই গর্হিত আচরণের জন্য ভৎসনা করে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হলো। এই কমিটি প্রত্যাশা করে যে, প্রতিপক্ষ কোনো সংবাদ প্রকাশের পূর্বে সতর্কতা অবলম্বন করবেন এবং এই ধরনের সংবাদ প্রকাশের পূর্বে সাবধানতা অবলম্বন করবেন। যেন ভবিষ্যতে তাকে আর এই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন না হতে হয়।

রায় প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষের পত্রিকায় রায়টি প্রচারিত সংবাদের জায়গাটিতে একইভাবে ছাপিয়ে উক্ত পত্রিকায় একটি কপি প্রেস কাউন্সিলে দাখিল করার জন্য বিবাদীকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

ফরিয়াদি তাঁর প্রয়োজনে ইচ্ছা প্রকাশ করলে নিজ খরচে যেকোনো দৈনিক, সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক পত্রিকায় এই রায়টি ছাপাতে পারেন, তাকেও রায়টি ছাপিয়ে একটি কপি প্রেস কাউন্সিলে দাখিল করতে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-

বিচারপতি মো. নিজামূল হক নাসিম
চেয়ারম্যান
বিচারিক কমিটি ও
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

স্বাক্ষরিত/-

ইকবাল সোবহান চৌধুরী
সদস্য
বিচারিক কমিটি ও
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

স্বাক্ষরিত/-

সেবীকা রাণী
সদস্য
বিচারিক কমিটি ও
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল